গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১

পত্র সংখ্যা-৪৪.০৪.০০০০.০২১.০২.০০৪.২৫:-২০৫৬

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ / ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫

বিষয়: কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেডিকেল/স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি সংক্রান্ত নির্দেশনা।

বাংলাদেশ চাকরি বিধানাবলি ১৯৫৯-এ কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেডিকেল/স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি ভোগ সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে কারা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে স্বেচ্ছায় ছুটি ভোগ করে থাকেন, যা সুষ্ঠু কারা প্রশাসন পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বিশেষত, চিকিৎসা গ্রহণের পর চিকিৎসক প্রদত্ত বিশ্রামকালীন সুপারিশ অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত ছুটি হিসেবে ভোগ করা হয়ে থাকে। ফলে শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। সুষ্ঠু কারা প্রশাসন নিশ্চিতকরণ এবং মেডিকেল/স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি ভোগ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে:

১. স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসক কর্তৃক বিশ্রামের সুপারিশপ্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবশ্যই স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করে ছুটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
২. স্বাস্থ্যগত/বিশ্রামকালীন ছুটির আবেদনের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে;
৩. কারা কর্তৃপক্ষ/দপ্তর প্রধান আবেদনপত্র, চিকিৎসকের সুপারিশ এবং অন্যান্য উপস্থাপিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনবোধে মেডিকেল ছুটি অনুমোদন করবেন;
৪. কোন অবস্থাতেই ছুটি মঞ্জুর ব্যতীত নিজ দায়িত্ব/নির্ধারিত কর্মস্থল ত্যাগ করা যাবে না;
৫. অসুস্থতার ধরন ও প্রকারভেদ বিবেচনায় দপ্তর প্রধান/কারা কর্তৃপক্ষ কর্মচারীকে ছুটি, বা কারা হাসপাতালে অবস্থান, বা স্টেশন/ব্যারাক/কোয়ার্টারে অবস্থানের নির্দেশনা প্রদান করবেন; বিশেষভাবে উল্লেখ্য, গার্ডিং স্টাফ বিশ্রামকালীন অবস্থায় স্টেশন ত্যাগ করতে পারবেন না এবং কারা হাসপাতাল/ ব্যারাক/কোয়ার্টারে অবস্থান করতে হবে;
৬. দপ্তর প্রধান প্রয়োজনে চিকিৎসকের সুপারিশকৃত ছুটির সময়সীমা হ্রাস করতে পারবেন। ছুটি নিয়ে ব্যারাক/কোয়ার্টারের বাইরে ঘোরাফেরা বা মোটরসাইকেলে বাইরে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বর্ণিত বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্মচারীকে সুস্থ বিবেচনায় মেডিকেল ছুটি বাতিল করে অবিলম্বে কর্মে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে;

৭. ছুটিতে অবস্থানরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্টেশনের বাইরে অসুস্থ হলে এবং ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তাকে অবশ্যই নিজ কর্মস্থলে হাজির হয়ে স্টেশনে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। কোন কারণে স্টেশনে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হলে নিকটস্থ স্টেশনে রিপোর্ট করতে হবে;

৮. চিকিৎসার প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হলে নিকটস্থ কারাগারের মাধ্যমে নিজ কর্মস্থলকে অবহিত করতে হবে। নিকটস্থ কারা কর্তৃপক্ষ মেডিকেল/চিকিৎসক প্রদত্ত কাগজপত্র কারা হাসপাতালে কর্তব্যরত কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা সরেজমিনে যাচাই-বাছাই পূর্বক সঠিক বিবেচিত হলে নিজ কারাগারের অনুকূলে হাজির দেখাবেন এবং সুস্থ্যতা/কাজে যোগদানের উপযুক্ত মনে হলে নিজ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করবেন;

৯. চিকিৎসক কর্তৃক বিশ্রামের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে একই প্রক্রিয়ায় পুনরায় ছুটি বৃদ্ধির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন বর্ধিত বিশ্রাম গ্রহণযোগ্য হবে না।

উপরোক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চিকিৎসক কর্তৃক বিশ্রামকালীন সময়ে স্টেশনের বাইরে অবস্থান করলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কারা অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
addl.ig@prison.gov.bd

১। কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ/সকল সদর দপ্তর;
২। কমান্ড্যান্ট, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী;
৩। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার-{রোলকলে বারংবার পড়ে সকলকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হলো}

অনুলিপি:

১। সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
২। জেল সুপার, হসপিটালাইজড প্রিজনার্স সিকিউরিটি ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কারা নিরাপত্তা সেল/আইসিটি সেল(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সকল), বাজেট অফিসার/পরিসংখ্যাণবিদ/ স্টাফ অফিসার/ডেপুটি জেলার (সকল) কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৫। শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৬। ব্যক্তিগত সহকারী, কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কারা অধিদপ্তর, ঢাকা- মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;